'সিমভালের মা'

৺ আশালতা সিংহের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

সূচীপত্র

মা-কে

১

কব্জিতে অনেক ক্ষত
তবু আনতে পারিনি স্বাধীনতা,
এনেছি রুটি
মা, তোমার স্নেহে নোনতা লাগেনি ঘাম

২

পাথর কেটে ইচ্ছে ছিল নাম লেখার
সরোবরে এসে দেখি
চাঁদমালা ভেসে আছে জলে
প্রতিমার রঙ-মাখা সিঁড়ি
কাঁপছে হাওয়ায়

৩

সমাধিলিপির জন্যে অনেক সাবেকি শব্দ
বেছে রাখি বর্ণমালা থেকে
সমস্ত যতিচিহ্ন বাঁধা তোমার আঁচলে
সিঁদুরের টিপ জেগে আছে ধ্রুবতারার মত·

কবি

তোমার চোখ থেকে আলো নিয়ে
উড়ে গেছে প্রজাপতি,
তোমার ভাবনা থেকে জন্ম নিয়েছে অরণ্য
প্রেমের অমল রঙ মুছতে পারেনি
পৃথিবীর তিন ভাগ জল

ব্যাবিলনের শূন্য বাগান,
সেখানে সূর্য অস্ত যায় না।
বৃদ্ধ দার্শনিক তোমার পাত্র হাতে
নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে হেঁটে যায় অবিচল পদক্ষেপে
আর নির্বোধের করতালি মাড়িয়ে যীশু এসে বলে যায়
খিলটা খুলে ফেললে তোমরাই এগিয়ে যেতে আগে।

সবই তো দিয়েছে কবি
নীলফুল, ভালবাসা, আলো,
শুধু হিংসুটের মত আঁকড়ে আছো আনন্দ
আর বশংবদ ভরতেরা তোমার খড়ম ছুঁয়ে
একে একে কাটিয়ে যাচ্ছে শতাব্দী!

সিংহাসন

পুরোনো বটের নিচে বৃদ্ধা ধূসর চোখে
চেয়ে আছে অতীতের দিকে, কবে সেই শিশিরের স্নেহ
ঘরে ঘরে যুঁই ফুল, গন্ধ তার গায়ে মেখে
নষ্ট চাঁদ ফিরে যেতো রাতে।

সূর্য হয়নি তখন এমন নির্মম
হা-হুতাশ করেনি বাতাস, যুবতীর রক্ত মেখে
গমক্ষেত লম্পটের হয়নি আশ্রয়।
আর কে পরাবে সুতো, তালি দেওয়া কাঁথা
জননীর সিংহাসন ফাঁকা পড়ে আছে

সকলে রমণী যদি কে ধারণ করবে পৃথিবী !

পলাশের মত

শালবন পার হলে যতদূর দেখা যায়
ধু-ধু মাঠ, পাশাপাশি কিছু ঘর,
মাদলের ডিম ডিম, ধনুকের ছিলা হাতে
বীর পুরুষের মত রঘু মুর্মু স্থির লক্ষ্যে থাকে।

এলোমেলো কাল রাতে ক'জন যুবক এসে
শরবন ভেঙে গেছে, তারই মৌতাতে বুঁদ হয়ে
কাঁদছে ফুলমণি, এবার সে নিজে ফুল হবে

রঘু মুর্মুর ছিলা থেকে তীর নয়, ঝরেছে আগুন
অনেক ঢেলেছে রক্ত, আরো তো অনেক দিতে হবে
তবে যদি ফুলমণি ফুটে ওঠে পলাশের মত…

খরা,

নিরন্ন গফুর জোলা আমিনার হাত ধরে
ছেড়েছিল ভিটেমাটি
সেই রোষে জ্বলে পুড়ে সারা মাঠ ছারখার
উড়ে গেছে গাঙচিল, বাছুরের কষ বেয়ে গড়ানো যে ফেণা
তাই চাটে গাভিনীরা, পিঁপড়েরা বয়ে আনে
ফড়িঙের মৃতদেহ, শকুনির জিভ নড়ে, ধূসর কাঁঠালগাছে
শালিকেরা ছিঁড়ে খায় মানুষের পরমায়ু।
শুকনো সাঁকোর পাড়ে কিষানীর চোখ জ্বলে, ঠোঁটে তার
পড়েনিকো কার্তিকের হিম, মৃতভ্রূণ বুকে নিয়ে
শুয়ে আছে ধানগাছ, অসহ্য সময় শুধু হেঁটে যায় মাঠে

গর্ভবতী জননীর মৃত্যু দেখে পেঁচা কাঁদে অন্ধকার রাতে ..

একে একে খুলে যায়

ভোরবেলার সূর্য কেমন নরম সোহাগ নিয়ে
ঘুরে যায় পাড়াগুলো।
বেলা বাড়লে সতেজ রসের হাঁড়ি কেনা হয় অকারণে
পুকুরঘাটে অমল কিশোরী তার দেবালয়ের দরজা খুলে
দিন গোনে আনমনে
অক্ষত তর্জনী দিয়ে আলপনা এঁকে রাখে
পুকুরের জলে
যথার্থ সময় হলে অজস্র মাছেরা তাকে
স্বপ্নের পাখনা নেড়ে অলৌকিক হাতছানি দেয়
একে একে খুলে যায় সব কটা রহস্যের পথ

সংশপ্তক

এলোমেলো হাওয়া লেগে চালচিত্র ফুটো হয়ে গেছে
পুড়ে গেছে আসবাব, সচকিত গৃহবাসী মূঢ়ভাবে
ধরে আছে পুরোনো তোশক, উদভ্রান্ত যুবক এসে
হা-হা শব্দে দেবতার সিংহাসন ভাঙে, দাউ দাউ জ্বলছে আগুন
তারই আলোতে আমরা পরস্পরে নিজেদের চিনি
কষ বেয়ে ঝরে ঘৃণা, চোখে লোভ, হিংসাতে ভরে আছে নখ
এই ভাবে পাশাপাশি রয়েছি সকলে !

কান জুড়ে ঘুণপোকা, সব তার কাটা হয়ে গেছে
শতাব্দীর আলোয়ান, পাঁজি-পুঁথি, সভ্যতার প্রাচীন অধ্যায়
কিশোরের অস্ত্রাঘাতে জমে আছে কবন্ধ-প্রণয় !

খোয়া গেছে সব তবু, বেঁচে আছি কার পথ চেয়ে !
সদর্পে আসবে কবে, গুম গুম গুম গুম
ঐ তার পদধ্বনি, ঐ তার আলোকিত পথ
কত রাত আর বাকি আছে।

কোলাহল থেমে গেলে

কোলাহল থেমে গেলে অন্ধকার পার হয়ে
নেমে যাই অনেক গভীরে
পার হয়ে যাই সিঁড়ি, ফাঁকা মাঠ, ঘাসবন,
অগাধ জ্যোৎস্না ঢাকা ঘুমন্ত পৃথিবী

একা একা চলে যাই একটানা গভীর নিঃশ্বাসে
সেই রাজ্য ঘুরে আসি, যেখানেতে বাঁশি হাতে
হ্যামেলিন থেকে আসে দক্ষ বাঁশিওলা
ক্রৌঞ্চের মিথুন-কালে শরবিদ্ধ করে না শিকারী

কোলাহল থেমে গেলে সেই রাজ্যে রাজা হয়ে থাক।

বেড়া

চৈত্রের আর্তনাদ, হা-হা শব্দে ডালপালা কাঁপে
উনুনে আগুন নেই, দাউ দাউ জ্বলছে ভেতরে
রমণী অপেক্ষা করে, বাজারে রয়েছে চাল
অসুস্থ পুরুষ গেছে খাটুনির দাম নিতে।

সারাটা দিনের শেষে ক্ষুধার্ত বালক ফেরে
ছিঁড়ে যায় নীরবতা, শূন্য হাতে অসহায় পিতা !
রমণীর কানে তবু অবিশ্রান্ত কোলাহল
কাছাকাছি শাঁখ বাজে, উজ্জ্বল আলোর নিচে
স্বামী-স্ত্রীতে কিনে ফেরে ঝলমলে রাতের পোশাক।

অন্ধকারে গভীর প্রহরে রমণীর ঘুম নেই
বাইরে বাঁশের বেড়া বর্শার ফলার মত দুচোখ ঝলসায়

অলৌকিক চাবি

আকাশের দিকে নিষ্করুণ মুখ করে
গির্জের প্রবীণ ঘণ্টাটা বেজে উঠল সশব্দে।
এমনি করেই পৃথিবীর করুণ মুহূর্তগুলো
দগ্ধ হয় প্রত্যেকের বুকের ভেতরে।
উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
অন্ধকার রাত্রি এমনি করেই গলে পড়ে মোমের মত।

বিষণ্ণ শিশির মেখে বিশাল গম্বুজগুলো নিয়ত একাকী
ভৌতিক গন্ধ ছুঁয়ে নিথর পাথার থেকে
কারা যেন কায়াহীন
বুক চাপা আর্তনাদে চুপি চুপি বলে গেল কাছে
আমাদের অধিকারে অলৌকিক চাবি আছে
তোমরা তো কোনদিন চাইলে না হাত পেতে!

প্রেম

উত্তর সীমান্ত দিয়ে কবেকার অশ্বারোহী
ছুঁয়েছিল এ দেশের মাটি
ধ্যানমগ্ন হিমালয়, কন্দরে গুহায় কবে প্রজ্বলিত ধুনি,
অরণ্য প্রান্তর জুড়ে আদিম পৌরুষ
কবে যেন ভেঙেছিল খান খান করে
ভ্রূপল্লব জুড়ে যত কৌতূহল কেঁপেছিল
নত চিবুকের নিচে প্রণয়ের ঘাম
ভোরের শিশির সেটা রেখেছিল কৃপণের মত !

জ্বলন্ত মশাল কবে জ্বলেছিল সামান্তের বনে
তারই খোঁজে চারটি যুবক গিয়ে বুড়ি বালামের তীরে
বেঁধে দিল পাথর-প্রতিমা,
পদ্মকোরক যত ছিন্ন হল ক্লাইভের হাতে
তারই রঙে লাল হল সিরাজের ঠোঁট···

সেদিনও এমনি করে

পাহাড়ের পাশ দিয়ে ছুটে যায় অশ্বারোহী
ঘোড়ার খুরের শব্দে কেঁপে ওঠে অরণ্য-প্রান্তর।
বাতাসে উড়ছে ধুলো
পৌরুষের গন্ধ যেন সোঁকা যায় পথের ছুপাশে
অদূরে ধানের ক্ষেতে উন্মনা বালিকার চোখ
চকিতে শিশির ঠেলে ছুটে যায় দিগন্তের দিকে
পক্ষিরাজ-ডানা এনে কেন তাকে দেয়নি জননী !

চোখের সামনে তার ছুলছে পৃথিবী
একদিন এমনি করে
পৃথ্বীরাজ এসে তাকে তুলে নিয়ে যাবে
বাতাসে আগুন তার সেদিনও এমনি করে
রোমাঞ্চে পুড়িয়ে দেবে ঠোঁট…

সময়

আগুন ছড়িয়ে গেছে মাঠ থেকে ঘরে, ছাদের কার্নিসে
দগ্ধ আশ্রয়ে বসে প্রেম নিয়ে বিপন্ন মানুষ
কে কাকে সান্ত্বনা দেবে! ময়দানের মঞ্চ থেকে ফাঁপানো আশ্বাস
দমকা হাওয়ার মত একা একা ঘুরে মরে
দূরে কোন মন্দিরের ঘন্টা শুনে মনে হয়
কবে আসবে সেই পবিত্র প্রহর!
সততা মাড়িয়ে গেছে যুবকেরা। বৃদ্ধার ঝুলিতে বুঝি
করুণার লেশমাত্র নেই, ভূতের গল্প শুনে যে-বালক তাকাত সভয়ে
সে এখন অকাতরে ছিঁড়ে ফেলে অগ্রজের গলা!
কিশোরীর ঠোঁট চেটে বৃদ্ধ ভাম বাঘ হবার সাধে
দাঁড়িয়ে দর্পণে। কে আগলাবে ঘর! পক্ষপুট ছেড়ে
শিকারীর লুব্ধ চোখে তাকিয়ে রমণী!
তবু তো চৈত্রের হাওয়া ঢেউ তোলে, অট্টালিকার পাশে
আত্মজের বুক ঢাকে কাঙালিনী মা।

বয়ে যায় বেলা, কে আসবে কমণ্ডলু হাতে
সময় কি হয়নি এখনো!

পুরুষ

চারিদিকে আবর্জনা, ছেঁড়া কাঁথা, নর্দমার পলি
কুকুরের পচা লাশ ফুঁড়ে ওঠে কিলবিলে পোকা
কাকেরা উল্লাস করে পূতিগন্ধে নরক-গুলজার।
এক পাশে আমগাছ, মরকুটে ডালপালা নিয়ে
যেটুকু দিয়েছে ছায়া, তারই নিচে ঝুপড়ি সাজিয়ে
থাকতো একটা মেয়ে, কারও চোখে কখনো পড়েনি

কত রাত জেগে বসে সেই মেয়ে দেখেছে সেদিনে
ছেঁড়া আঁচলের নিচে জমেছে অনেক ফুল কখন কিভাবে!
তাই দেখে পথচারী, একে একে সকলের চোখে
পরিচয় হল তার, বিস্ময়ের আরও কিছু ছিল
সেই গন্ধে নরকেও হাসিমুখে দাঁড়াল পুরুষ!

অরণ্য

পুরুষের অহংকার ছিল
ধমনীতে আছে তার প্রাণের বীজাণু
যে কোন একটি কীট সভ্যতার জন্ম দিতে পারে

গর্বেতে প্রস্তুত ছিল নারী
সে ধারণ করতে পারে পৃথিবী
অবহেলায় পোষ মানাতে পারে
হিংসা কিংবা ভালবাসা !

অহংকারী পুরুষ একদিন চোখ নামাল
গর্বিতার চোখে
নির্জন দ্বীপে সৃষ্টি হল অরণ্য……

ঘরে ফেরার সময়

বিকেল বেলার নিথর জলে
পানকৌড়ি ডুব দিয়ে যায় গভীর বুকে
পদ্মফুলের ভরাট দেহ
কে ছুঁয়ে যায় গোপন সুখে !
জমতে জমতে ভোরের শিশির
ঠোঁট নামালো ধানের শিষে
সাঁকোর কাছে দস্যি মেয়ের
অজান্তে পা থামায় কিসে !
নরম চোখে ঠিকরে এসে
লজ্জা ঘনায় বুকের কাছে
মৃগনাভির গন্ধ ছড়ায়
জানে না সে কোথায় আছে !

পোকা

শৈশবের কাঁচাডালে ঘুরে ফিরে বেড়াত যে পোকা
যে কেবল অনায়াসে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে
বীরত্বে ঝলসে দিতো চোখ
কৈশোরে আবার সে উড়ে এসে বসল টেবিলে।
এর মাঝে কত স্মৃতি, বেদনার কত পর্দা ছেঁড়া হয়ে গেছে
ঠাকুমার কাঁথা থেকে সরে গেছে কত দিন, মধুর সুরভি,
ঘটেতে স্বস্তিক চিহ্ন মুছে গেছে সুখে-দুঃখে
মান-অভিমানে।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়ে
পরাজিত পোকা যেন মুমূর্ষু রোগীর মত কাঁপে
বুক তার ভরে গেছে বিষণ্ণ স্মৃতিতে
কোথাও ঐশ্বর্য নেই, যা সহজে টেনে নেয় কাছে!
কবে যেন সেই পোকা অতর্কিতে ঢুকে এসে ঘরে
হাতে তুলে নিল যেটা অনায়াসে ছোঁয়া যেত চোখে
কিছুতে পারেনি তবু ছিন্ন ভিন্ন করে যেতে
নরম উলের নিচে লুকোনো পৃথিবী!

অমৃতস্য

যে কোন পথ দিয়ে হেঁটে যায় ছেলেটি
অগাধ জ্যোৎস্না কিংবা ভয়ঙ্কর তাপ
খানা-ডোবা-চোরাগলি, রাজপথ-রেস্তোঁরা, শ্মশান-মশান
কত রাত চলে যায়, আনমনে দাগ কেটে নদীর গভীরে।
অবিন্যস্ত চুলদাড়ি, চোয়ালে ফেনিয়ে ওঠা কুড়ি বছরের ক্রোধ
দেখে তবু বোঝা যায়, আজও কোন কবিবন্ধু পেলে
সহসা আস্তিন থেকে টেনে আনে অবাধ-কবিতা!

যুবতী গোলাপগাছ, যার দম বন্ধ করে কুমড়োর লতা
সেখানেই ঝরে ওর শীর্ণ আঙুল থেকে অজস্র শুশ্রূষা।
অপুষ্ট হাড়ের মধ্যে ওইটুকু বুক
সবটাকে ছাপিয়েছে মস্ত হৃদয়
কমজোরী ফুসফুস, জান্তব পৃথিবী তাতে দেয়নিকো একটু বাতাস
হা-হা করে হৃদপিণ্ড, সে তবুতো কারো কাছে চায়নি আশ্রয়!
দেবতাকে চেনে না সে, দেবালয়ে মাথা নোয়াবার
গোছানো বয়েস তার নেই
পিতামহ জন্মদাতা, কাকে সে মানবে আজ
সব কিছু ভেঙে চায় নিজেকে আপন করে নিতে!
জন্মের ঋণ সে তো রক্ত দিয়ে দিতে চায় শোধ
কে পেতেছে আঁচল তার কাছে!

কোথা সে হারিয়ে যেতো
ক্রোধ তার থেকে যেতো ক্রোধ
কিন্তু অবাক কাণ্ড! সেদিন এক বিষণ্ণ দুপুরে
নিছক খেলার ছলে অচেনা কিশোরী
উঁকি দিয়ে চেয়ে দেখে ঠোঁট থেকে বুকে
কি ভীষণ ভালবাসা জমা ছিল স্বার্থপর দৈত্যের মুঠোতে!

অমৃতস্য পুত্র গেল পায়ে হেঁটে সংসারের সাবেকী বাগানে

একটু আগুন দাও

একটু আগুন হলে জঠরের ক্ষুধা মেটে
একটু আগুন হলে শীর্ণ যুবক পারে
অন্ধকার পার হতে।
একটু আগুন হাতে দীপ্ত কিশোর এসে
বাড়িয়ে দেয় মৃত্যুর গৌরব
একটু আগুন জ্বালে কিশোরীর সারা অঙ্গে
অনির্বাণ শিখা।

একটু আগুন ছাড়া দৃষ্টিহীন চোখ
একটু আগুন নিয়ে সুখ দুঃখ, আলোর ওপার
হে উদাসী আকাশ,
একটু আগুন দাও চোখে

শেষ তোপধ্বনি হবে

সমস্ত শহর আজ শিহরিত তোমার নামেতে।
মিনার-গম্বুজে দেখো একটা শকুন বসে নেই
রাজপথে পথচারী,
হাতে তার নেই তবু জরুরী তাগিদ।
জানালার ফাঁক দিয়ে ঘৃণা আজ পড়ছে না
কারো ছাদ থেকে।

শেষ শয্যা চাঁদা তুলে, খাটিয়ায় কিছু ফুলমালা
দুরন্ত কাপড় তবু পারেনিকো চাপা দিতে
তোমার শোণিত। আজ যারা ধ্বনি দেয় বিষণ্ণ মিছিলে
সবাই ভেবো না বন্ধু, তোমার রক্তের তাতে
আগুনের সঙ্গী হতে পারে!

যে-বিধবা আত্মজকে রেখে গেলে একা
ওরাও অলস ভাবে তোমার মুকুট থেকে
একে একে ছিঁড়ে দেবে সমস্ত পালক!

অনেক দেবার ছিল, কৃপণ বন্ধুরা তবু দিলো না কিছুই
কিন্তু নিশ্চিত জেনো কমরেড।
পৃথিবীর শেষ তোপধ্বনি হবে তোমার সম্মানে।

চিত্রপট

১

ভোরবেলার সূর্য উঠেছে
কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে
সমস্ত বাড়ির ছাদে, পাতায় এবং গাছে
পাখিরা বেরিয়ে গেছে, ফুল ফুটেছে পূবদিকে মুখ করে
মাকড়সার জালে জমেছিল মুক্তোর মত শিশির
একটা চড়াই এসে সেটা ছিঁড়ে দিয়ে বললে
এখন আর স্বপ্ন নয়, শস্যের দানাটাই সবচেয়ে দামী

২

নরম কার্পেটে দাগ কেটে হেঁটে যায় বিলাসী কামনা
ওর দাঁতের নিচে লোভ, নখের দুপাশে বাঁধা রয়েছে হিংসা
জিভ দিয়ে যে কোন নরম মুখে ও উগরে দিতে পারে গরল
অথচ ওই চোখেই কিসের আগুন দেখে
অট্টহাসিতে হলঘর ফাটিয়ে তাস খেলছে অভিজ্ঞ জুয়াড়ী
ভীষণ একটা হাঙরের মুখোমুখি হবার সাধ তার বহুদিনের

৩

ঘরে ঘরে মশারি ছেড়ে বেরিয়ে আসছে ভোগী মানুষের দল
স্বার্থকে কেমন তারা কাঁথার মত জড়িয়ে থাকতে ভালবাসে
সকালবেলা চুল্লিতে আগুন জ্বেলে সারা দিনের ছবি আঁকছে
অল্প বয়েসী বৌয়েরা, নাকে সরষের তেল ঘষতে ঘষতে ছুটেছে কেরানীবাবু
তারপর ট্রেনবাস, চিৎকার, মারামারি, সংগ্রাম, মিছিল
এগিয়ে দেবে আরও একটা রাত্রির দিকে
তার কালো কাপড়ে লুকোনো আছে
অজস্র মৃত মুহূর্ত

কতবার দুপায়েতে

একটা বয়েস আছে, যে-বয়েসে মনে হয়
জেতা নয়, হারাটাই ভাল
মাঝারি গেরস্ত এসে তুলে নিক সব শষ্যকণা
একলা দাঁড়িয়ে দেখি
আর কেউ আছে নাকি ঘরে ফিরে যেতে।
মাঠে-মঞ্চে কলরব, ট্রামে-বাসে ঠাসাঠাসি,
সকলেই যেতে চায় দুহাতে পাওনা নিয়ে হেসে,
তার চেয়ে ঢের ভালো ময়দানে সবুজ ঘাসে
বিকেলে লম্বা ছায়া তাই নিয়ে একা একা খেলা

অভিমান অপমান আজ দুটো এক করে
নিয়েছি সহজে
ধন্যবাদ রমণীরা,
কেমন বুঝিয়ে দিলে নারীদেহ অপার্থিব নয়!
ধূসরিত পথে যেতে আজ তবু একই সাধ
শুধু যদি গোনা যায়
কতবার দুপায়েতে ছুঁয়েছি পৃথিবী···

দেখতে দেখতে

দেখতে দেখতে সবার চোখে ভালবাসার বয়েস বাড়ে
কিশোর-যুবা-বৃদ্ধ থেকে স্থবির শেষে সব জীবনে
যত বিরাট নাম নিয়ে থাক, আসলেতে স্বল্লায়ু সে,
ছাড়ার আগেই অন্য কারোর ধরা।
সেদিনের সেই রঙ বেরঙের তোরং কেমন মরচে-পরা
যে-তোয়ালে স্নানঘরেতে স্বপ্ন-রঙিন আবেশ ঘিরে
দুই শরীরে ফিরতো ঘুরে
সার্সি-টেবিল আজ মোছা হয় তারই কতক টুকরো দিয়ে।

বাথটাবেতে বরফকুচি গলত তখন কি উত্তাপে
উথালপাতাল জলের ধারা আসতো বেয়ে ঘরের মাঝে
ভিজত জামা, তোশক-বালিশ, নানা রঙের পর্দাগুলো
নরম চোখের লজ্জা-হাসি, প্রাণ কাঁপানো আবেগ কিছু
কেমন করে ছুটিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেছে কয়েক বছর!

মেয়ের গায়ে মানিয়ে গেছে বেনারসীর কামিনী-রঙ,
সিঁদুর চুবড়ি গঙ্গাজলে,
অলঙ্কার তো মানায় বেশি পুত্রবধূর গায়ে
যে-শয্যাতে আরেক জনের বুক ভরানো নানান ঢেউ-এ
সারারাতের সঙ্গী হতাম নিদ্রাবিহীন চোখে
কোথায় সেসব! এখন তো ওই ঘুমের বড়ি
থার্মোমিটার, চ্যবনপ্রাশের শিশি
কেউ পারে না আগের মত, জামার গায়ে সিঁদুর ছোঁয়া
যেমন করে ভাসিয়ে নিতো শূন্য সাগর দিয়ে·

বিষণ্ণ স্মৃতির গন্ধে

বিষণ্ণ স্মৃতির গন্ধে কেউ ভীত, কারো চোখ সহসা উজ্জ্বল

বিবর্ণ মলিন ছবি, যত্নে তার ধুলো মুছে
বালিকা-বধূর মুখ মেলে ধরে বৃদ্ধা মাতামহী
প্রবীণ পুরুষ তার ধূসর দুচোখ জুড়ে
চেয়ে দেখে রাত্রি কবে খরশান ছিল !

সুখে-দুঃখে একাকার, পাশাপাশি মান-অভিমান
স্মৃতির বাগান ঘিরে জমে ওঠা পলির পাহাড়
কবেকার ঝুমঝুমি, ভাঙাবাঁশি, কারো দেওয়া ফুল
বুকে নিলে ডিমডিম মাদলের মুখর প্রহর

বিষণ্ণ স্মৃতির গন্ধে কেউ খোঁজে অমলিন মুখ
কেউ শুধু কাঁচপোকা, নিরালার চিলেকোঠা, লুকোনো দুপুর
কেউ চায় ভেসে যেতে অতলান্ত স্রোতে

ঝড়

গরান-হেঁতালের বেড়া দিয়ে বাঘ রুখেছি
বান রুখেছি কাঠের চৌকিতে
সাপের ছোবল খেয়ে বেঁচে আছি গো বাবু !
শুধু রুখতে পারিনি সর্বনেশে ক্ষিধে !
সত্যি, বনবিবির দিব্যি
মরা মানুষেও হাঁ করেছে ভাত দেখে !

তোমরা আমাদের ছবি তুলেছো, গপ্পো লিখেছো,
কোনদিন কিছুই বলিনি
কিন্তু আমাদের নিয়ে খেলা কোরো না
আমরা গরান-হেঁতালের ঝড় নিয়ে
ঢুকতে পারি শহরে

পারাপার

পারঘাটে মাঝি বসে, নদী তার আজন্ম-দোসর
উদয়াস্ত পারাপার, সুখ-দুঃখ, দুঃখ-সুখ নিয়ে
এপাশে অচিন গাঁ ওপারে শহর তাকে ডাকে
বিনিময়ে প্রেম দিয়ে নিয়ে যায় বাঁধানো কৌতুক।
উপপতি চলে গেলে শূন্য হাতে নির্বোধ রমণী
আয়নাতে চেয়ে দেখে ভেঙে-যাওয়া সিঁদুরের টিপ।
যুবকের তাজারক্তে বোনা হয় সীমাহীন ক্ষেত
সেই গর্বে কানু মিস্ত্রি স্ফীত করে শীর্ণকায় বুক!

ঘাটের কাছেই থাকে পুণ্যবতী অমলা বালিকা
এখনো দুহাতে তার নখগুলো হয়নি কঠিন
মাঝির সজল চোখ শুধু সেই স্বপ্নটুকু ঘিরে
অন্নদাকে পারে নেবে কবে এসে ঈশ্বর পাটনী!

পুরোনো মাস্তুল

হলদিয়া বন্দর জুড়ে শুধু বালি, আদিগন্ত ধূ-ধূ বালুচর
নরম মাটির খোঁজে কেটে যায় সারাটা দুপুর
ঝাউবনে সীমাহীন একটানা অসহ্য সময়
বিষণ্ণ হাওয়ায় বুঝি কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন।
অচেনা নাবিক নামে, পিপাসায় ক্লান্ত চোখ তার
শূন্য দুহাত ভরে নিতে আসে নানান কৌতুক
বিনিময়ে সব দেবে নোনা জলে যা কিছু সঞ্চয়।

কিষানী রমণী ফেরে সারা দিন খুঁজেছে ঝিনুক
সমস্ত যৌবন তার ধুয়ে গেছে পুকুরের জলে
ক্ষুধার্ত নাবিক তবু হাত পাতে, অন্নপূর্ণা তার,
পাপপুণ্য পার হয়ে ভেসে আসে পুরোনো মাস্তুল।

ঐশ্বর্য

ঐশ্বর্য লুকোনো ছিল নাভিমূলে গোপনে তোমার
পৃথিবী লুটিয়ে দিত পদপ্রান্তে রঙিন শিরোপা,
ভালবাসা কবে যেন খুলেছিল একটু দরজা
সেই ফাঁকে কোন্ দস্যু প্রেমিকের ছদ্মবেশে এসে
লুণ্ঠন করেছে সব, পুষ্পবন দলে গেছে পায়ে

নীরবতা সাক্ষী রেখে তুলেছিলে বিশ্বাসের বেড়া
আজ তুমি কাঙালিনী, মহার্ঘ সম্পদ যেন
অভিজ্ঞ জুয়াড়ী এসে শেষ দাম বলে দিয়ে গেছে।
এই হল বিধিলিপি !
একই ঐশ্বর্য পেয়ে ধনী হবে আরেক রমণী !

দুঃখ

আদিম সকাল থেকে সেই একা হেঁটে আসে
পৃথিবীর পথে
শূন্য ঝুলিতে তার আছে জাদু, চকমকি, শক্ত পাথর,
হাতে-ধরা পানপাত্র, কবিতার খাতা আর
মাথার টুপিতে গোঁজা গৌরবের অজস্র পালক।

কিছুই চায় না সে, অহংকারে ছুঁয়ে যায় আলো
হাসি আর অশ্রু নিয়ে জুডাসের রক্তচক্ষু
একা একা নীল নদী সারা রাত, সারা রাত ধরে
পার হয়ে কোথা যায়, পৃথিবীর ঠোঁটে ঠোঁট রাখে !

সব আলো নিভে গেলে নষ্ট চাঁদ নেমে আসে
হেলানো মিনার থেকে সিসিফাস-চূড়া
পৃথিবীর বুকে শুধু সেই একা দুঃখ হয়ে থাকে !

শব্দ

সূর্য উঠলে, অস্ত গেলে
শিশিরবিন্দু ঝরে পড়লে
সারারাত ধরে শব্দ হয়।
ঘুমন্ত পৃথিবী দেখে চাঁদ হাসে,
খিলখিল হাসির শব্দে
ভরে ওঠে অরণ্য-প্রান্তর।
ফুল ফোটার সময়
অবিরাম কান পাতলে
শোনা যায় শব্দ আসছে
পৃথিবীর বুক থেকে।

সুখ-দুঃখ ভালবাসা
ঘরে থাকলে শব্দ হয়।
মৃত্যু দুয়ারে দাঁড়ালে
অলৌকিক শব্দ তার
সত্য হয়ে ওঠে।

প্রাচীন সুরভি

দিনে দিনে তিলে তিলে যা-কিছু পেয়েছি সব
একে একে দিতে হবে ফিরে, দুচোখে গভীর স্বপ্নে
রঙিন পাখিরা এসে তুলে নিয়ে যাবে রামধনু !
ভ্রূকুটিতে ভরা ছিল বয়সের যত ক্রোধ, অন্তরালে কত না গর্জন
কোথায় লুকোনো ছিল রোমাঞ্চের সুতো দিয়ে
গাঁথা কণ্ঠমালা, দিতে হবে সব তুলে।
প্রতিমার খড় শুধু ভেসে যায় সময়ের জলে

হিশেব মেলানো হল, জমাখরচের খাতা
কিছু ভুল, কিছু কাটাকুটি। বিলুপ্ত বাগান তবু
চারিদিকে ছড়ানো যে ধমনীর প্রাচীন সুরভি !

অনন্ত ঐশ্বর্য শুধু

নিলাম হয়েছে ডাকা দেখা যায় যতটা আকাশ
কোথাকার কবি এসে কিনে নিল কানাকড়ি দামে
যথেচ্ছ কৃপণ সে, কাউকে দিল না ভাগ
কোন মূল্য নিয়ে।

মানুষের রক্ত দেখে যদি কেউ চোখ বোজে গোলাপের নামে
অঘ্রানের ফাঁকা মাঠ যদি কারো হাত পেয়ে পরিপূর্ণ হয়
যদি কোন সৈনিকের বুকে থাকে প্রেমিকার ছবি
সেই শুধু পেতে পারে এ সবের ভাগ !

সব প্রার্থী ফিরে গেলে, কবি এসে একা
ফরমান লিখে দিলে এ ইজারা তাদের সম্মানে
যন্ত্রণা যাদের বন্ধু, ব্যথা পেতে যারা ভালবাসে
নিজেকেই বড় সঙ্গী মেনেছে জীবনে
এ অনন্ত ঐশ্বর্য শুধু তাদের দখলে।

রক্ত ছাড়া

অন্ধকারে ঢাকা ছিল সমস্ত শহর,
বাড়িঘর, অট্টালিকা, দোকান বাজার,
পথচারী মানুষের নানা হাহাকার
হোটেলের এঁটো পাতা মদের গেলাস দিয়ে সাজানো টেবিল
মোড় থেকে ফুল কেনে শাঁসালো কেরানী
যুবতীরা নির্বিকার, ফুটপাতে অগণিত ভিড়

ঘড়িতে যে কটা বাজে কেউ তা দেখেনি
হঠাৎ ভীষণ শব্দে কাছাকাছি কি যেন কি হল !
জমাট ধোঁয়ার মাঝে কার যেন আর্তনাদ
বাতাসে চোখের জল ভারি
নিমেষেই বন্ধ হল দোকান পসার
এলোমেলো ছোটে পথচারী।
সাবধানী গৃহপিতা ছেলে-বউ ঘরে পুরে
জানালায় মেলে দিল কৌতূহলী চোখ

এর মাঝে ছুটে এল ঢিলে-ঢালা জামা পরা
কোথাকার অচেনা পাগল
গোলাপের শেকড় ছিঁড়ে কবে যেন চেয়েছিল
লাবণ্যের উৎসমুখে যেতে
যার ছাদে এখনও ঝুলছে কাগজের নৌকো
যে কোন দিন পৃথিবীর তাবৎ বাতাস এসে
ওটা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে

ধোঁয়াটা হাল্কা হতে সে বের করল যুবকের লাশ
আস্তিনে রক্তের দাগ, তখনও সে চেয়ে আছে
সকলের দিকে !

গোলাপগাছের শেকড় ছেঁড়া সেই পাগল তখন
চেঁচিয়ে ডাকল সকলকে—
আশেপাশে কে আছো গৃহবাসী, দরজা খোল,
তোমাদের শুশ্রূষার ভিখারী ও নয়
অত ভাগ্য তোমাদের হবে না,
পরে তোমরা জমানো টাকায় বাড়িগড়ার স্বপ্ন দেখো
আজ শুধু কাছে এসো, ওর চিবুক ধরে বলো
পরাজয় তোমার নয় ভাই, এ দুর্ভাগ্যের ভাগীদার
আমরা সকলে।

কেউ খুলল না দরজা, কেউ দেখল না জানলা দিয়ে
শুধু দেখা গেল পাশের বাড়ির বারান্দায় এক যুবতী
প্রথম গর্ভের বমি তখনও গড়াচ্ছে তার কষ বেয়ে!

হিজলগাছের প্রশান্ত ছায়ার নিচে কলম ধরল কবি
অস্ত্রাঘাত ছাড়া ভাঙে না দুর্গের ভিত
রক্ত ছাড়া ভালবাসা দীর্ঘস্থায়ী হয় না

যে কোন একটা ধরে

কার যেন ডাক শুনে একে একে আমরা সকলে
সব কটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবো নিচে
যেখানে ঝর্নার জলে ধুয়ে যায় সব প্রেম
স্তব্ধ দুপুর-রাত্রি, অসীম শূন্যতা যেন নিভাঁজ-নিথর।

বিষাদের সব ছবি কত যেন উজ্জ্বলতা নিয়ে
হাতছানি দিয়ে ডাকে অন্তহীন নিরুত্তাপ বেগে
শৈশবের সেই পাখি, যার ডাকে কত দিন
কতটা সময়
অবোধ শিশুর প্রেমে শিশিরেতে ভিজিয়েছি পা
সেও যেন কাছে আসে, সেবা করে নিত্য-সহচরী।

শেষ নেই, শুরু নেই, মাঝখানে আদিগন্ত-প্রেম
কবিতার খাতা নিয়ে বসে ওই আমার অগ্রজ
তুমি তো অনেকদিন বাড়িতে আসোনি!
সিঁড়িগুলো অনায়াস, পদক্ষেপে চেনা যায়
যে কোন একটা ধরে তোমাকে আমার ছোঁয়া হোক।

এই ভাবে

এই ভাবে আমরা সকলে কাঁচপোকা দেখে দেখে
নেমে যাবো অনেক গভীরে
যেখানে নদীর জলে রোমাঞ্চের স্রোত
নিথর দুপুরে যেন শূন্যতার হাত ধরে অন্তহীন খেলা

শৈশবের সেই পাখি, যাকে দেখে মনে হত
সময়ের অন্য নাম হয়তো প্রণয়
লাইনের তার ছুঁয়ে যে সকালে ঝরাতো শিশির
সেই পাখি ছুঁড়ে দিলো অজস্র চুম্বন
দিগন্তের নীল ঘাসে এসো আজ আলিঙ্গন করি
বুকেতে নরম হাত—ব্যথা নয়, ফুটেছে কুসুম

নির্বাসন

আমাকে নির্বাসন দাও একাকী অরণ্যে
অদূরে প্রান্তর থাক একান্ত দোসর
মাটি ঘিরে কচি ঘাস, উড়ে-যাওয়া বালিহাঁস
ওপাশের ধানক্ষেতে বৈঁচি তুলে মালা গাঁথুক
আনমনে একাকী বালিকা
আমি হাওয়ার মত ওই অরণ্যে ভেসে বেড়াব!

হাতে একটা হাতিয়ার দাও, আমি সেই অস্ত্র নিয়ে
জ্যোৎস্না মাড়িয়ে-চলা চিতা আর হরিণের কাছাকাছি
ঘিরে থাকি অন্ধকার নিয়ে।
আমি তো অনেক দিন জনারণ্যে কাটিয়েছি
একে একে অনেক বছর
সেখানে চিতার চেয়ে হিংস্র, শঙ্খিনীর চেয়ে ভয়ঙ্কর
হরিণের চেয়ে দুরন্ত অনেক কিছু দেখেছি
তারা কেউ অপরূপ নয়—
অমল ঐশ্বর্য হয়ে তারা কেউ হাত থেকে
কেড়ে নিয়ে যায়নি কলম!

আমাকে নির্বাসন দাও ওই অরণ্যে
আমি ঠিক গুহামুখে করে নেব আমার বিস্তার
আকাশেতে ওই ওড়ে রঙিন পাখিরা
নীলকণ্ঠ! একদিন কৈশোরে তোমার পালক খুঁজে
বেড়িয়েছি পথে পথে
দু'পায়ে শিশির ঠেলে, সূর্যোদয় ফেলে রেখে
পেরিয়েছি অনেক যোজন
খুশিমনে উড়িয়েছি কত না ফানুস!
তারা সব ফেটে গেছে,

রঙিন পাখির মত চোখ তুলে তারা কেউ বলেনি তো
কে বলে স্বপ্নের পাখা কেটে গেছে রাবণের শরে !

আমাকে সৈনিক করো হে অরণ্য, তোমার পল্টনে
দাবানল—আলেয়ার গন্‌গনে আগুন থেকে জ্বেলে দাও
আমার মশাল
গুয়েভারা-হোচিমিন-কানাই-যতীন, তোমরা তো এখানেই
ছুঁয়েছিলে পৃথিবীর শুদ্ধতম শিখা
আমাকে সুযোগ দাও,
দেখো আমি পারি নাকি নিজেকে পোড়াতে !

স্তব্ধ আকাশে ওই স্বাতী-বিশাখা-অরুন্ধতীর দল
তোমাদের চোখের জল শেষ রাতে পড়ে ওই নদীর গভীরে
ঝিনুক রাখছে বুকে, আমি সারা-জীবনের তপস্যা দিয়ে
ওকে প্রার্থনা করব
আমি যে কিছুই পাইনি এতদিন !
মৃত্যু তো এখানে কাছে বন্ধু-ভাবে ঘোরে পাশে পাশে
এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এর আগে দেখিনি কখনো !

এসো, হাত ধরে নিয়ে যাও ওই নির্বাসনে
রাঘবের লক্ষ্যভ্রষ্ট যে-বাস মাড়িয়ে গেছে আগে
তার পদচিহ্ন ধরে আমাকেও যেতে দাও
অরণ্যের মাঝে !

এক একটা কথা

এক একটা কথা আছে, যা ঠিক যেমন করে বলতে চাই
বলতে পারি না
এক একটা ছবি আছে, যা ঠিক যেমন করে আঁকতে চাই
আঁকতে পারি না !
পৌষের মধ্যরাত হা-হা শব্দে ভেঙে ফেলে উন্মাদের হাসি
লম্পটের হাঁটা-পথ মুছে রাখে ভোরের শিশিরে
সদ্য বিধবা বধূ কবে কোন্ পাখি দেখে ফিরে যায় কোন্ সে দুপুরে
শিশুর নরম গালে হাত রেখে কোন্ অপরাধী
অপমানে বিদ্ধ করে নিজে
সে-তরঙ্গ ধরে রাখি কিসে !

সাজানো বিবাহ-সভা, উল্লাসে বাতাস কত ভারি
উদম-উলঙ্গ ছেলে তার মাঝে ভিক্ষে চেয়ে
পেয়ালায় কত ফেনা ফেলে রেখে গেছে !
অমলা কিশোরী চলে নির্বিকার উদাসীন
তবু যত শূন্যতাকে নাড়া দিয়ে গেল
সে-তরঙ্গ ধরে রাখি কিসে !

কবে কোন্ ধানক্ষেতে আদিগন্ত একা ছুটে গেছি
নিজেকেই নাম ধরে একটানা ডেকে গেছি নিজে !
সন্ন্যাসীর নতচোখ ছিঁড়ে কত প্রবীণ লালসা
সুগভীর বলিরেখা কেটেছে কপালে,
কিশোরী কন্যার গায়ে তুলে দিয়ে সব সজ্জা, সব অভিলাষ
বিদায়ী মাতার মন পোড়ে যে আগুনে
সে-তরঙ্গ ধরে রাখি কিসে !

আসলে এসব কথা বর্ণমালা ছাড়া
আসলে এসব ছবি বর্ণহীন বোধ।

কি হবে

কি হবে কবিতা লিখে, কথা নিয়ে ছিনিমিনি
একদিন কবিতা যাবে থেমে
বুকের আড়াল থেকে সময়ের শেষ সীমা
নীলাকাশ ছেয়ে দেবে রঙে !
কি হবে ভালবেসে, হৃদয় নিঙড়ে
দুহাতে কুড়িয়ে নিয়ে সুখ
পাওনা থাকলে প্রেম, বৃষ্টির জলের মত
অঝোরে ভরিয়ে দেবে বুক ।
একদিন সবাই যাবো পার হয়ে সব সিঁড়ি
সব জল সাগরেই যাবে
পিছনে থাকবে শুধু বিশাল পৃথিবী একা
অন্তহীন কবিতার ভাবে···

রাজার পোশাক

কতদিন ছুটে গেছি প্রান্তরের দিকে
কত রাত কেটে গেছে আনমনে একাকী গোপনে,
তবু তো আসেনি নেমে শৈশবের পরী
ভোরের শিশির-ভেজা নরম চোখেতে যার
কিছু স্বপ্ন, কিছু নীরবতা !

কবেকার কিছু সুখ, প্রতিমার মুখে যেন তারই আদল
প্রদীপের মৃদু আলো, পবিত্রতা মাখা কোনো মুখ
কার যেন হাতছানি টেনে আনে নিছক একাকী
পরিচিত নদী তবু হেসে গেছে বালিকার মত
শিউলির মালা এনে বলেনিতো দিয়েছে দেবতা !

বুক ভরে নিতে গেছি সেই গন্ধ, সেই গোপনতা
সুধাময় পানপাত্র কবে পাবো দু'ঠোঁট ছোঁয়াতে
কবে যেন খুঁজে পাব শৈশবের জামা
যা আসলে জামা নয়, রাজার পোশাক !

খেলাঘরের রাজা

সব কিছু কি পাল্টে গেছে, পাল্টে যায় কি আপন তালে !
এই ঘর, ওই বাড়ির দুপাশ, কড়িকাঠের চড়াইপাখি,
শিশু-কিশোর-যুবক-প্রবীণ,
জমাট দুধে কি পড়েছে ! ঘোলের মত নড়ছে কেবল
সরটা কোথায় তলিয়ে গেছে নিচে !

গোলাপফুলের পাপড়ি থেকে
রঙের জলুস কমছে কেন !
বুকের নিচে সোহাগ কেমন অবহেলায় জড়িয়ে নিতাম
এখন নাকি ছাড়ার পালা
কে বলেছে মাটি আমার মায়ের মুখের আদল !
একটি লাঠি লজেন্স পেলে যাদুকরের হাসি যেমন
শৈশবেতে খেলাঘরের রাজা
ইস্কুলেতে ছুটির ঘণ্টা ! আহা, তোমরা সবাই যদি
এমন করে ছোটো

রঙিন গুলি, সিগারেটের খালি প্যাকেট মুঠোয় পেলে
বিশ্বভুবন কিনতে যেতাম কয়েক বছর আগে
বোকা ছিলাম ! হয়তো বা তাই। দোহাই বন্ধু,
বুদ্ধি নিয়ে তোমরা সবাই থাকো
আরেকটি বার আমায় সাজাও খেলাঘরের রাজা···